তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১১০

**ডিজিটাল দক্ষতাসম্পন্ন জনগোষ্ঠী গড়ে তোলা অপরিহার্য**

 **- টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী**

ঢাকা, ২৭ আশ্বিন (১২ অক্টোবর):

 ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, দেশের প্রতিটি জনপদে ডিজিটাল দক্ষতাসম্পন্ন জনগোষ্ঠী গড়ে তোলা অপরিহার্য ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচির ধারাবাহিকতায় মানুষের জীবন ধারায় রূপান্তর ঘটছে। ডিজিটাল দক্ষতার সুযোগ কাজে লাগিয়ে নতুন প্রজন্মের ছেলে মেয়েরা দুর্গম পাহাড় কিংবা বিস্তীর্ণ হাওরে বসেও ডিজিটাল কাজ করে হাজার হাজার ডলার আয় করছে। আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ডিজিটাল দক্ষতাসম্পন্ন জনসম্পদ গড়ে তুলতে মন্ত্রী সরকারের পাশাপাশি সামাজিক সাংস্কৃতিক ও স্বেচ্ছাসেবক সংগঠনসমূহকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

 মন্ত্রী আজ ঢাকায় ময়মনসিংহ বিভাগ সমিতি ঢাকা আয়োজিত ‘ময়মনসিংহ বিভাগ বাস্তবায়ন: বর্তমান অবস্থা ও করণীয়’ শীর্ষক অনুষ্ঠানে তার বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

 ময়মনসিংহ বিভাগ সমিতি ঢাকার সভাপতি ম. হামিদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে পরিকল্পনা মন্ত্রী এমএ মান্নান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মোঃ ফরিদুল হক খান, সাবেক মুখ্য সচিব আবুল কালাম আজাদ, প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের সাবেক সিনিয়র সচিব সাজ্জাদুল হাসান, তথ্য কমিশনার সুরাইয়া আক্তার এনডিসি, ময়মনসিংহ বিভাগ সমিতির সাধারণ সম্পাদক শাহ মোহাম্মদ আশরাফুল হক জর্জ বক্তৃতা করেন। সাবেক সিনিয়র সচিব মোঃ আবদুস সামাদ অনুষ্ঠানে মূলপ্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

 টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী ময়মনসিংহ বিভাগকে কৃষি প্রধান অঞ্চল উল্লেখ করে বলেন, দালানকোঠা রাস্তাঘাটসহ বিভিন্ন অবকাঠামো গড়ে তোলার পরিকল্পনার পাশাপাশি ময়মনসিংহ বিভাগকে ডিজিটাল বিভাগ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে আমাদের সম্মিলিত উদ্যোগে কাজ করতে হবে। মন্ত্রী দৃষ্টান্ত তুলে ধরে বলেন, মধুপুর গড়ে ডিজিটাল সংযোগের সুযোগ কাজে লাগিয়ে শতশত তরুণ তরুণী আউট সোর্সিংয়ের কাজ করার মাধ্যমে হাজার হাজার ডলার উপার্জন করছে। প্রত্যন্ত হাওরের সুনামগঞ্জের ধর্মপাশার আহমেদ নগরে সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রি গড়ে উঠেছে। ডিজিটাল প্রযুক্তি বিকাশের এই অগ্রদূত বলেন, ২০০৯ সালের পর ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচি বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ উন্নয়নের প্রতিটি সূচকে বিস্ময়কর অগ্রগতি অর্জন করেছে। ময়মনসিংহকে কৃষিপ্রধান অঞ্চল থেকে বেড়িয়ে ডিজিটাল প্রযুক্তি দক্ষতাসম্পন্ন অঞ্চল হিসেবে গড়ে তোলার পাশাপাশি কৃষিতে ডিজিটাল প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে অভাবনীয় পরিবর্তনের সূচনা করতে হবে বলে মন্ত্রী উল্লেখ করেন।

#

শেফায়েত/এনায়েত/রফিকুল/শামীম/২০২২/২০৫০ঘণ্টা

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১০৮

**শেখ হাসিনার নেতৃত্বে উন্নয়নের রোল মডেল বাংলাদেশ উন্নয়নের স্বর্ণ শিখরে পৌঁছবে**

 **-- শ্রম প্রতিমন্ত্রী**

খুলনা, ২৭ আশ্বিন (১২ অক্টোবর) :

শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে উন্নয়নের রোল মডেল বাংলাদেশ উন্নয়নের স্বর্ণ শিখরে পৌঁছবে।

আজ খুলনার ঐতিহাসিক শহীদ হাদিস পার্কে খুলনা মহানগর ও জেলা জাতীয় শ্রমিক লীগ আয়োজিত জাতীয় শ্রমিক লীগের ৫৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে শ্রমিক সমাবেশ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় প্রতিমন্ত্রী এ কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, দেশের উৎপাদন, নির্মাণসহ দেশের সার্বিক উন্নয়ন শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের প্রত্যক্ষ অবদান সবচেয়ে বেশি। এরাই উন্নয়নের প্রত্যক্ষ কারিগর। এই শ্রমজীবী মানুষের জন্যই জাতির পিতা আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। জাতির পিতার হাতে গড়া সংগঠন জাতীয় শ্রমিকলীগ আজ ৫৩ বছরে। গত ৫০ বছর তিনি শ্রমিকদের সুখে-দুঃখে সাথে ছিলেন, আজীবন শ্রমিকদের সাথে থাকবেন বলে জানান।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, শ্রমজীবী মানুষের কিছু হারানোর ভয় নেই। তবে তারা শ্রমে ঘামে দেশ গড়তে ভূমিকা রাখতে পারে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে শ্রমিকদের নিরলস কাজ করে যাওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

জাতীয় শ্রমিক লীগের খুলনা জেলা শাখার সভাপতি বি এম জাফরের সভাপতিত্বে খুলনা মহানগর আওয়ামী লীগের সহসভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা নুর ইসলাম বন্দ, সাধারণ সম্পাদক এম ডি এ বাবুল রানা, সদর থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি অ্যাডভোকেট মোঃ সাইফুল ইসলাম এবং খুলনা মহানগর জাতীয় শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক রণজিত কুমার ঘোষ বক্তৃতা করেন।

অনুষ্ঠান শেষে প্রতিমন্ত্রী শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিল হতে ২১ জন শ্রমিকের চিকিৎসা ও তাদের সন্তানদের উচ্চ শিক্ষায় সহায়তা হিসেবে ৮ লাখ ৩৫ হাজার টাকার চেক প্রদান করেন।

#

আকতারুল/এনায়েত/সঞ্জীব/মোশারফ/রফিকুল/সেলিম/২০২২/১৯৫০ ঘণ্টা

Hand out No: 4109

**Govt appoints new ambassador to Qatar**

Dhaka, 12 October 2022:

The government has decided to appoint Ambassador Md. Nazrul Islam as the new Ambassador of Bangladesh to the State of Qatar. He’ll be replacing Ambassador Md. Jashim Uddin in this capacity.

Ambassador Md. Nazrul Islam is a career foreign service officer belonging to the 15th batch of Bangladesh Civil Service (BCS) Foreign Affairs cadre. He’s currently serving as Ambassador of Bangladesh to Ethiopia with concurrent accreditation to South Sudan, Burundi and African Union (AU).

In his distinguished diplomatic career, Mr. Islam also served in different capacities in Bangladesh Missions in Rome, Kolkata and Geneva and had been engaged in many important multilateral negotiations for the government. At the headquarters, he worked in various capacities in different wings.

Md. Nazrul Islam obtained his Masters in International Relations from Dhaka University and had undergone higher studies and trainings in France, the Netherlands and elsewhere.

In his personal life, he’s married and blessed with two children.

#

Mohsin/Enayet/ Sanjib/Arafath/Likhon/2022/Hour 1950

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১০৭

**রাষ্ট্রপতির কাছে বাংলাদেশে নিযুক্ত আরব আমিরাতের নবনিযুক্ত রাষ্ট্রদূতের পরিচয়পত্র পেশ**

ঢাকা, ২৭ আশ্বিন (১২ অক্টোবর):

 রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদের কাছে আজ বঙ্গভবনে বাংলাদেশে সংযুক্ত আরব আমিরাতের নবনিযুক্ত রাষ্ট্রদূত Abdulla Ali Abdulla Khaseif Alhmoudi পরিচয়পত্র পেশ করে**ন।**

 বাংলাদেশে সংযুক্ত আরব আমিরাতের নতুন রাষ্ট্রদূত বঙ্গভবনে পৌঁছলে প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিমেন্টের একটি চৌকস দল তাকে গার্ড অভ্‌ অনার প্রদান করে।

 সাক্ষাৎকালে রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ বলেন, সংযুক্ত আরব আমিরাতের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক অত্যন্ত চমৎকার। কালের পরিক্রমায় তা বাণিজ্য-বিনিয়োগসহ বিভিন্ন খাতে আরো বিস্তৃত হয়েছে। করোনা মহামারি সত্ত্বেও মেগা ইভেন্ট দুবাই এক্সপো ২০২০ সফলভাবে আয়োজনের জন্য আরব আমিরাতের নেতৃবৃন্দকে অভিনন্দন জানান রাষ্ট্রপতি। প্রায় ৭ লাখ বাংলাদেশিকে কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেয়ায় আমিরাত সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়ে রাষ্ট্রপতি বলেন, প্রবাসী বাংলাদেশিরা আরব আমিরাত ও বাংলাদেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশে দক্ষ, অদক্ষসহ বিভিন্ন পেশায় প্রশিক্ষিত জনবল রয়েছে যাদের আরব আমিরাত নিয়োগ করতে পারে। এছাড়া বাংলাদেশ সমুদ্রগামী জাহাজ, পোশাক, ঔষধ, সিরামিকসহ বিশ্বমানের বিভিন্ন ধরনের পণ্য উৎপাদন করে থাকে। আরব আমিরাত বাংলাদেশ থেকে এসব পণ্য আমদানি করতে পারে। রাষ্ট্রপতি আশা করেন নতুন দূতের সময়ে দুই দেশের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্ক নতুন উচ্চতায় পৌঁছাবে।

 সংযুক্ত আরব আমিরাতের নবনিযুক্ত রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রশংসা করেন। তিনি দায়িত্ব পালনকালে রাষ্ট্রপতির সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন।

 রাষ্ট্রপতি কার্যালয়ের সচিব সম্পদ বড়ুয়া, সামরিক সচিব মেজর জেনারেল এস এম সালাহ উদ্দিন ইসলাম, প্রেস সচিব মোঃ জয়নাল আবেদীন এবং সচিব (সংযুক্ত) মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম খান এসময় উপস্থিত ছিলেন।

#

ইমরানুল/পাশা/এনায়েত/মোশারফ/আরাফাত/শামীম/২০২২/১৮৫৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১০৬

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ২৭ আশ্বিন (১২ অক্টোবর) :

 স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী মঙ্গলবার সকাল ৮টা থেকে আজ বুধবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৪৫৬ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ৯ দশমিক ৫৭ শতাংশ। এ সময় ৪ হাজার ৭৬৩ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে ২ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৩৮৮ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১৯ লাখ ৭১ হাজার ৭০০ জন।

#

কবীর/পাশা/সঞ্জীব/আরাফাত/রেজাউল/২০২২/১৭২৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১০৫

**বাংলাদেশ জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলের সদস্য হওয়ায় বিএনপির অপপ্রচার মিথ্যা প্রমাণিত**

 **-তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

ঢাকা, ২৭ আশ্বিন (১২ অক্টোবর):

 বাংলাদেশ বিপুল ভোটে আবারও জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হওয়ায় বিএনপি এবং দেশবিরোধীদের বিভিন্ন অপপ্রচার মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে বলেছেন, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

 গতকাল জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে অনুষ্ঠিত এই ভোটে পঞ্চমবারের মতো ২০২৩ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত তিন বছর মেয়াদে ১৮৯টি ভোটের ১৬০টি ভোট পেয়ে মানবাধিকার কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হয় বাংলাদেশ। ৪৭ সদস্যের এই কাউন্সিলে বাংলাদেশ এর আগে ২০০৬, ২০০৯, ২০১৪ এবং ২০১৮ সালে সদস্য নির্বাচিত হয়েছিল।

 আজ সচিবালয়ে মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে মন্ত্রী বলেন, ‘বাংলাদেশ এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের মধ্যে সর্বোচ্চ ১৬০ ভোট পেয়ে পুনরায় জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হয়েছে। আপনারা জানেন, বিএনপি, কিছু কিছু ব্যক্তিবিশেষ এবং চিহ্নিত কয়েকটি সংগঠন ক্রমাগতভাবে বাংলাদেশে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে বলে অপপ্রচার করছে। তারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভুল তথ্য উপাত্ত প্রেরণ করে বিভ্রান্তি তৈরির চেষ্টা করছিল এবং সেই প্রেক্ষাপটের মধ্যেই বাংলাদেশ সর্বোচ্চ ভোট পেয়ে জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হয়েছে। এতেই প্রমাণিত হয়, বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে তারা যে অপপ্রচার চালিয়ে এসেছে, যেভাবে বিদেশিদের বিভক্ত করার  চেষ্টা করেছে, সেগুলো অসার এবং কাজে আসেনি। বরং প্রমাণ হয়েছে প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার সঠিক পথেই আছে।’

 তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশে মানবাধিকারের সর্বোচ্চ লঙ্ঘন হয়েছে যখন জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় থাকতে বিনা বিচারে হাজার হাজার সেনাবাহিনীর অফিসার-জওয়ানকে হত্যা করেছে। এমন ঘটনাও ঘটেছে যে, ফাঁসি কার্যকর হয়েছে আগে, বিচারের রায় হয়েছে পরে। এবং দিজ আর ডকুমেন্টেড অর্থাৎ এগুলোর প্রমাণ রয়েছে। জিয়ার আমলে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের হাজার হাজার নেতাকর্মীকে নির্যাতন করে হত্যা করা হয়েছে।’

 ‘বেগম খালেদা জিয়াও কম যাননি, ২১ আগস্টে গ্রেনেড হামলা, আমাদের সাবেক অর্থমন্ত্রী কিবরিয়া, আহসান উল্লাহ মাস্টার, খুলনার মনজুর ইমামকে হত্যা, হুমায়ুন কবির বালু থেকে শুরু করে বহু সাংবাদিক হত্যার সাথে খালেদা জিয়ার সরকার যুক্ত ছিল এবং তারা সেগুলোর কোনো সঠিক বিচার করেনি’ বলেন হাছান মাহ্‌মুদ। তিনি বলেন, ‘২০১৩-১৪-১৫ সালে যেভাবে মানুষকে জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করে মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন হয়েছে, আমরা সেগুলো বিশ্ব দরবারে নিয়ে যাচ্ছি। জিয়াউর রহমান যাদেরকে হত্যা করেছিল তাদের পরিবারগুলোর সংগঠন ‘মায়ের কান্না’ ঢাকা-চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় বিচারের দাবিতে মানববন্ধন করছে। মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাহেবসহ বিএনপি নেতারা এটির কী জবাব দেবেন আমি জানতে চাই।’

 সাংবাদিকরা দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ এবং অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের সমালোচনা নিয়ে প্রশ্ন করলে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, ‘অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের আইরিন খান তারেক রহমানের বেয়াইন অর্থাৎ স্ত্রীর কাজিন। তিনি যখন অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের পক্ষ থেকে বিবৃতি দেন আবার আরেক দিকে কোনো বেয়াইন থাকলে সেখান থেকে যখন বিবৃতি আসে, আবার অনেক বিবৃতি বিক্রিও হয়, সেইসব বিবৃতির কোন মূল্য নেই।’

-২-

 বিএনপির সমসাময়িক রাজনীতি প্রসঙ্গে প্রশ্নের জবাবে ড. হাছান বলেন, ‘বিএনপি বিভাগীয় সমাবেশের নামে যদি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অপচেষ্টা চালায় তাহলে সরকার জনগণের নিরাপত্তা বিধানে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং জনগণ যদি প্রতিরোধ গড়ে তোলে আমাদের দলও সাথে থাকবে। আর বিএনপির পাঁচজন সংসদ সদস্যের কেউ পদত্যাগ করলে সেখানে উপনির্বাচন হবে।’

 বিদ্যুৎ সরবরাহ নিয়ে বিএনপির সমালোচনার জবাবে এসময় মন্ত্রী হাছান বলেন, ‘বিএনপি বিদ্যুৎ না দিয়ে শুধু খাম্বা দিয়েছিল। আর আমরা যখন ২০০৯ সালে সরকার গঠন করি তখন দেশের মাত্র ৪০ শতাংশ মানুষ বিদ্যুৎ পেতো তাও সবসময় না, বিদ্যুৎ মাঝে মধ্যে আসতো। আজকে শতভাগ মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আসছে। সুতরাং বিএনপি যখন এ ধরনের কথা বলে, তখন শুধু মানুষ নয়, হনুমানও হাসে।’

 মতবিনিময় শেষে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান ভার্চুয়াল উপায়ে দিনাজপুর পৌর ও সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন।

#

আকরাম/পাশা/এনায়েত/সঞ্জীব/মোশারফ/আরাফাত/শামীম/২০২২/১৬৫৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৪১০৪

**সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে নেপালের রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ**

ঢাকা (১২ অক্টোবর, ২০২২ খ্রি.):

বাংলাদেশে নিযুক্ত নেপালের রাষ্ট্রদূত ঘনশ্যাম ভান্ডারি (Ghanshyam Bhandari) আজ দুপুরে সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এমপি'র সঙ্গে তাঁর সচিবালয়স্থ কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন।

সাক্ষাতে বন্ধুপ্রতিম দুই দেশের মধ্যে বিভিন্ন যৌথ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন যথা- বইমেলা, চিত্র প্রদর্শনী, ফুড ফেয়ারসহ সাংস্কৃতিক বিনিময় বৃদ্ধির উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

দুই দেশ কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০ বছর পূর্ণ করেছে উল্লেখ করে সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী বলেন, নেপালের মানুষ খুব বন্ধুপরায়ণ এবং তারা মিথ্যা বলতে জানে না। তিনি বলেন, ১৯৭৮ সালের ১৪ জানুয়ারি নেপালের সঙ্গে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক সহযোগিতা চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে এবং বর্তমানে ২০২২-২০২৫ মেয়াদে সাংস্কৃতিক বিনিময় কর্মসূচি চালু রয়েছে। কে এম খালিদ বলেন, শুধু চুক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে আমরা বাস্তবিক অর্থেই দুই দেশের মধ্যে যৌথ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনসহ সাংস্কৃতিক বিনিময় বৃদ্ধি করতে চাই। তিনি এসময় নেপালকে ১৯তম দ্বি-বার্ষিক এশীয় চারুকলা প্রদর্শনী ২০২২ -এ অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানান যেটি মাসব্যাপী চলতি বছরের ১ ডিসেম্বর থেকে ৩১ ডিসেম্বর মেয়াদে অনুষ্ঠিত হবে।

নেপালের রাষ্ট্রদূত বলেন, দুই দেশের অংশগ্রহণে আমরা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ইভেন্ট আয়োজন করতে চাই যার মাধ্যমে দুই দেশের জনগণের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ ও বন্ধন বৃদ্ধি পাবে। এ লক্ষ্যে দু'দেশের শিল্পী, সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিকর্মীদের পারস্পরিক ভ্রমণ ও পরিদর্শন বৃদ্ধি করতে হবে যার মাধ্যমে দু'দেশের সাংস্কৃতিক বিনিময় বৃদ্ধি পাবে।

সাক্ষাৎকালে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ ইমরুল চৌধুরী, নেপাল দূতাবাসের উপ-মিশন প্রধান ললিতা সিলওয়াল (Lalita Silwal), প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব (উপসচিব) মোহাম্মদ আলতাফ হোসেন ও উপসচিব মোহাম্মদ খালেদ হোসেন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

#

ফয়সল/পাশা/মোশারফ/আরাফাত/লিখন/২০২২/ ১৭৪৭ঘন্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১০৩

**আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস আগামীকাল বৃহস্পতিবার**

ঢাকা, ২৭ আশ্বিন (১২ অক্টোবর):

 ‘আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস’বৃহস্পতিবার। দিবসে এবারের প্রতিপাদ্য- ‘আর্লি ওয়ার্নিং এন্ড আর্লি অ্যাকশন ফর অল’ যার ভাবানুবাদ করা হয়েছে ‘দুর্যোগে আগাম সতর্কবার্তা, সবার জন্য কার্যব্যবস্থা। আজ সচিবালয়ে আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ এনামুর রহমান একথা জানান।

 বৃহস্পতিবার রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হবে। এতে ভার্চুয়ালি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, ১৯৮৯ সাল থেকে প্রতিবছর ১৩ অক্টোবর সারা বিশ্বে ‘আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস’ উদযাপিত হয়ে আসছে। দুর্যোগের ঝুঁকিহ্রাসে জনগণ ও সংশ্লিষ্টদের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্যই এ উদ্যোগ। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস পালিত হচ্ছে।

 বাংলাদেশ একটি দুর্যোগপ্রবণ দেশ। প্রতি বছর কোনো না কোনো দুর্যোগে জানমালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়ে থাকে। বিশ্বব্যাপী দুর্যোগের ব্যাপকতা প্রমাণ করে দুর্যোগের পূর্ব সতর্কীকরণ ও ঝুঁকিহ্রাসই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রধান কৌশল হওয়া উচিত। এই প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকারের নীতি-পরিকল্পনায় জনগণের জন্য দুর্যোগপূর্ব পূর্বাভাস ও দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কৌশল অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

 তিনি আরো বলেন, দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় সরকারের সাফল্য তুলে ধরে প্রতিমন্ত্রী বলেন, দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় অবকাঠামোগত উন্নয়নের অংশ হিসেবে দুর্যোগ সহনীয় বাসগৃহ নির্মাণ কর্মসূচির আওতায় এ পর্যন্ত ৯৪ হাজার ৩৩৮টি বাসগৃহ নির্মাণ করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে আরো ৪৪ হাজার ৯০৯টি দুর্যোগ সহনীয় বাসগৃহ নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে।

 উপকূলীয় অঞ্চলে ৩২৭টি বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, বন্যাপ্রবণ ও নদীভাঙন এলাকায় ২৩০টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে এবং ৪২৩টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। চতুর্থ পর্যায়ে আরও এক হাজারটি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

 পাশাপাশি ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলায় বিভিন্ন যন্ত্রপাতি সংগ্রহের জন্য প্রায় ২ হাজার ৩০০ কোটি টাকার একটি প্রকল্প চলমান রয়েছে জানিয়ে প্রতিমন্ত্রী বলেন, ভূমিকম্পসহ বড় ধরনের দুর্যোগ পরবর্তী অনুসন্ধান, উদ্ধার ও পুনর্বাসন কার্যক্রম সমন্বিতভাবে মোকাবেলার লক্ষ্যে ওয়ানস্টপ সেন্টার হিসেবে ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার (এনইওসি) প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে।

 দেশব্যাপী বজ্রনিরোধক কাঠামো স্থাপন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া বন্যা ও অন্যান্য দুর্যোগ কবলিত মানুষকে উদ্ধার করার জন্য ৬০টি বিশেষ মাল্টিপারপাস রেসকিউ বোট তৈরি ও হস্তান্তর কার্যক্রম চলমান রয়েছে বলেও জনান দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ।

 মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ কামরুল হাসান এবং অতিরিক্ত সচিব রবীন্দ্রনাথ বর্মণ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

#

সেলিম/পাশা/সঞ্জীব/মোশারফ/আরাফাত/শামীম/২০২২/১৭৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৪১০২

**খুলনা টেক্সটাইল মিলের জমিতে পিপিপির আওতায় লাভজনক বিনিয়োগে করণীয় বিষয়ক কর্মশালা**

 ঢাকা, ২৭ আশ্বিন (১২ অক্টোবর, ২০২২)

খুলনা মহানগরীর সোনাডাঙা এলাকায় খুলনা টেক্সটাইল মিলস এর ২৫ একর জমিতে পিপিপির আওতায় লাভজনক বিনিয়োগের জন্য কি ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা যায় তার ওপর অংশীজনদের পরামর্শ বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ খুলনা মহানগরীর একটি কমিউনিটি সেন্টারে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান।

কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় শ্রম প্রতিমন্ত্রী বলেন, খুলনা মহানগরীর গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় খুলনা টেক্সটাইল মিলস এর জায়গায় পরিবেশ রক্ষা করে বিভিন্ন সেক্টরের জন্য দক্ষ জনশক্তি তৈরির লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মানের বৃহৎ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং টেক্সটাইল পল্লী তৈরির উদ্যোগ বিবেচনায় নেওয়া যায়।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলা ছাড়া কোনো বিকল্প রাস্তা নেই। তিনি বলেন, পরিবেশকে সুরক্ষা করে আমাদের প্রকৃতিক অঞ্চলগুলোতে পর্য়টকদের আকৃষ্ট করতে দেখার মতো করতে হবে। কোনো প্রতিষ্ঠানকে লাভজনক করতে ইতিবাচক মানসিকতার প্রয়োজন। খুলনা মহানগরীর প্রাণ কেন্দ্রে এই গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় এ অঞ্চল তথা গোটা দেশের মানুষের উপকারে আসে, মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয় এ ধরনের বিনিয়োগে এগিয়ে আসার জন্য উদ্যোক্তাদের প্রতি আহ্বান জানান।

এছাড়া আলোচকগণ পিপিপি'র আওতায় ট্রেনিং সেন্টার, ইকোপার্ক, এমিউজমেন্ট পার্ক, মেডিক্যাল কলেজ, পরিকল্পিত আবাসন প্রকল্প গ্রহণ এবং এ গুরুত্বপূর্ণ জায়গাটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইকোলজি এবং ইকোনমির বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

খুলনা অঞ্চলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এ জায়গার বিষয়ে করণীয় নির্ধারণে এ কর্মশালায় সংসদ সদস্য নারায়ণ চন্দ্র চন্দ, সংসদ সদস্য গ্লোরিয়া ঝর্ণা সরকার, খুলনার বিভাগীয় কমিশনার মোঃ জিল্লুর রহমান চৌধুরী, বিটিএমসির চেয়ারম্যান ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ জাকির হোসেন, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ অথরিটি (পিপিপিএ) এর মহাপরিচালক প্রণব কুমার ঘোষ, খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (কেডিএ) এর চেয়ারম্যান ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এসএম মেরাজুল ইসলাম, পিপিপিএ এর পিপিপি বিশেষজ্ঞ মহাপরিচালক মোঃআবুল বাশার এবং বিটিএমসির প্রকল্প পরিচালক কাজী ফিরোজ হোসেনসহ খুলনা এবং জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন খাতের শতাধিক বিনিয়োগকারী/উদ্যোক্তা, বিশেষজ্ঞ শিক্ষাবিদ অংশগ্রহণ করেন।

#

আকতারুল/পাশা/মোরাফাত/আরাফাত/লিখন/২০২২/ ১৭০৭ঘন্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪১০১

কসোভোর পররাষ্ট্র উপমন্ত্রীর সাথে বাণিজ্যমন্ত্রীর বৈঠক

**বিনিয়োগ এবং বাণিজ্যবৃদ্ধির আহ্বান**

ঢাকা, ২৭ আশ্বিন (১২ অক্টোবর, ২০২২)

বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেছেন, কসোভোর সাথে বাংলাদেশের ব্যাবসা- বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির সুযোগ রয়েছে। বাংলাদেশ দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ সৃষ্টির জন্য দেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে একশতটি স্পেশাল ইকোনমিক জোন গড়ে তুলছে, এর মধ্যে অনেকগুলোর কাজ এখন শেষ পর্যায়ে। কসোভো এখানে বিনিয়োগ করলে লাভবান হবে। উভয় দেশের বাণিজ্য বৃদ্ধির বিপুল সুযোগ ও সম্ভাবনা রয়েছে। অফিসিয়াল এবং প্রাইভেট সেক্টরের ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদল সফর বিনিময় করলে উভয় দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে।

মন্ত্রী আজ ঢাকায় বাংলাদেশ সচিবালয়ে তাঁর অফিস কক্ষে বাংলাদেশে সফররত কসোভোর উপ-পররাষ্ট্র মন্ত্রী ক্রেশনিক আহমেতি (Kreshnik Ahmeti) এর নেতৃত্বে আগত প্রতিনিধিদলের সাথে মতবিনিময়ের সময় এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ পণ্যের একটি বড় বাজার, পাশেই ভারত এবং চায়না’র মতো বড় বাজার রয়েছে। বাংলাদেশে পণ্য উৎপাদন ব্যয় কম। বাংলাদেশের প্রচুর দক্ষ জনশক্তি রয়েছে। নির্দিষ্ট কিছু সেক্টরে এবং স্পেশাল ইকোনমিক জোনে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ১০ বছর পর্যন্ত শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। ইউএস গ্রিন কাউন্সিলের হিসাব মোতাবেক বিশ্বের ১০টি গ্রিন ফ্যাক্টরির মধ্যে বাংলাদেশেরই ৯টি ফ্যাক্টরি রয়েছে। রপ্তানি বাণিজ্যে বাংলাদেশ দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। তৈরি পোশাকের পাশাপাশি বাংলাদেশ মেডিকেল পণ্য এবং বিশ্বমানের ঔষধ উৎপাদন করছে। বাংলাদেশের উৎপাদিত ঔষধ বিশ্বের প্রায় ১৫২টি দেশে রপ্তানি হচ্ছে। অনেক সম্ভাবনা থাকার পরও কসোভোর সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য খুবই সামান্য। বিগত ২০২১-২২ অর্থ বছরে বাংলাদেশ কসোভোয় মাত্র শূন্য দশমিক ৭৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের পণ্য রপ্তানি করেছে, একই সময়ে কসোভো থেকে কোন পণ্য আমদানি হয়নি।

কসোভোর উপ-পররাষ্ট্র মন্ত্রী ক্রেশনিক আহমেতি বলেন, কসোভোর অর্থনীতি দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশের সাথে যৌথ বিনিয়োগ করতে আগ্রহী কসোভো। বিনিয়োগের সুরক্ষা, ট্রেড বডিগুলোর মধ্যে এমওইউ স্বাক্ষর, জয়েন্ট কমিটি গঠন করে ব্যবসায়িক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করলে উভয় দেশের বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বাড়বে। উভয় দেশের ব্যবসায়ীদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করলে
ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ সৃষ্টি হবে। পণ্যের শুল্কায়নের ক্ষেত্রে জটিলতা দূর করলে উভয় দেশের বাণিজ্য বৃদ্ধি পাবে।

এসময় আগত প্রতিনিধিদলের সদস্যবৃন্দ এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

 #
বকসী/পাশা/এনায়েত/সঞ্জীব/আরাফাত/লিখন/২০২২/ ১৭৫৬ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর :৪১০০

**পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনাল রক্ষণাবেক্ষণ ও আধুনিকীকরণে**

**বিনিয়োগের প্রস্তাব সৌদি আরএসজিটি কোম্পানির**

রিয়াদ, ২৭ আশ্বিন (১২ অক্টোবর):

 বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বন্দরের পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনালের পরিচালন, রক্ষণাবেক্ষণ ও আধুনিকীকরণে আগ্ৰহ প্রকাশ করে বিনিয়োগের প্রস্তাব করেছে সৌদি আরবের রেড সি গেটওয়ে টার্মিনাল(আরএসজিটি) কোম্পানি।

 আজ সৌদি আরবের জেদ্দায় বাংলাদেশের নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরীর সাথে বৈঠকে আরএসজিটি পরিচালনা পর্ষদের ভাইস চেয়ারম্যান আমের এ. আলি রেজা এ প্রস্তাব করেন।

 এর আগে নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল আরএসজিটি কোম্পানির প্রধান কার্যালয় ও কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। কোম্পানির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জেন্স ও ফ্লোসহ কোম্পানির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এসময় উপস্থিত ছিলেন। তারা পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনালকে আধুনিকীকরণে তাদের পরিকল্পনা ও বিনিয়োগ প্রস্তাব উপস্থাপন করেন। বৈঠকের পর নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী জেদ্দা ইসলামিক পোর্টে আরএসজিটি কোম্পানির কন্টেইনার হ্যান্ডলিং কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

 উল্লেখ্য, গত বছর বাংলাদেশের সাথে সৌদি আরবের পিপিপি বিষয়ে যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে তার আওতায় রেড সি গেটওয়ে টার্মিনাল কোম্পানি বাংলাদেশে পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনালের আধুনিকীকরণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালন বিষয়ে এ আগ্রহ প্রকাশ করে।

 বৈঠকে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল এম শাহজাহান, সৌদি আরবে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ড. মোহাম্মদ জাবেদ পাটোয়ারী বিপিএম (বার) উপস্থিত ছিলেন।

 সৌদি আরব সফরকালে নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী সৌদি আরবের যোগাযোগ মন্ত্রীর সাথে দ্বি-পাক্ষিক বৈঠক করবেন।

 প্রতিমন্ত্রী সৌদি আরবের লজিস্টিকস মন্ত্রীর আমন্ত্রণে ১০ অক্টোবর সৌদি আরবের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেন। আগামী ১৪ অক্টোবর তিনি দেশে ফিরবেন বলে আশা করা যাচ্ছে।

#

জাহাঙ্গীর/পাশা/এনায়েত/মোশারফ/আরাফাত/শামীম/২০২২/১৯০৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০৯৯

**রূপকল্প ২০২১ এর সফল বাস্তবায়ন শেষে রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়িত হচ্ছে**

 **-আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্**

বরিশাল, ২৭ আশ্বিন (১২ অক্টোবর):

 পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির আহ্বায়ক (মন্ত্রী পদমর্যাদা) আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে রূপকল্প ২০২১ এর সফল বাস্তবায়ন শেষে রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়িত হচ্ছে। ২০৩১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে রূপান্তরিত হবে।

 জনাব হাসানাত আজ বরিশাল জেলার আগৈলঝাড়া উপজেলার সেরালে বিভিন্ন সামাজিক-স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের নেতা-কর্মীদের সাথে মতবিনিময়কালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

 আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ বলেন, বাংলাদেশ আজ উন্নয়ন, অগ্রগতি ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মহাসড়কে। বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশ আজ এক সম্ভাবনাময় স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র তথা এক বিস্ময়ের নাম। বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি ব্যাপক আগ্রহের সৃষ্টি করেছে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার সমাজসেবা বিভাগের মাধ্যমে সমাজে পিছিয়েপড়া সুবিধাবঞ্চিত অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জন্য প্রতিটি বাজেটে ভাতার পরিমাণ ও উপকারভোগীর সংখ্যা পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি করছে। এতে দেশে দারিদ্রসীমার নিচে বসবাসকৃত বিপুল জনগোষ্ঠীর জীবনমানের উন্নয়ন ঘটছে এবং দারিদ্র্য শূন্যের দিকে যাচ্ছে। দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ হলেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণ করা সম্ভব হবে।

 আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ স্থানীয় সামাজিক-স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোকে সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দেন। তিনি সংগঠনগুলোর কর্মীদের উপজেলাবাসীর ভাগ্য উন্নয়নে আরো সক্রিয় ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান।

#

আহসান/পাশা/এনায়েত/সঞ্জীব/আরাফাত/শামীম/২০২২/১৮৪৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর :৪০৯৮

**১৮ অক্টোবর দেশে-বিদেশে পালিত হতে যাচ্ছে “শেখ রাসেল দিবস-২০২২”**

ঢাকা, ২৭ আশ্বিন (১২ অক্টোবর):

 আগামী ১৮ অক্টোবর দ্বিতীয়বারের মত 'ক' শ্রেণির জাতীয় দিবস হিসেবে জাতীয়ভাবে দেশে এবং বিদেশস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহে পালিত হবে শেখ রাসেল দিবস ২০২২।

 আজ রাজধানীর আগারগাঁওয়ে আইসিটি টাওয়ারের বিসিসি অডিটরিয়ামে এক সংবাদ সম্মেলনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক এ তথ্য জানান।

 দিবসটি উপলক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের উদ্যোগে ১৮ অক্টোবর সকাল ৬ টায় বনানী কবরস্থানে শেখ রাসেল এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে দিবসটির কার্যক্রম শুরু হবে। সকাল ৬:৩০ টায় স্ব স্ব মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান প্রাঙ্গণে শেখ রাসেল এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করবে। আইসিটি বিভাগের উদ্যোগে সকাল ৭:৩০ টায়পরিকল্পনা কমিশন এর সামনে হতে বিআইসিসি প্রাঙ্গণে পর্যন্ত সকলের অংশগ্রহণে বর্ণাঢ্য র‌্যালী অনুষ্ঠিত হবে।

 সকাল ১০ টায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধান অতিথি হিসেবে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে (বিআইসিসি) হল অব ফেম-এ শেখ রাসেল দিবস-এর উদ্বোধন ও শেখ রাসেল পদক প্রদান করবেন।

 দিবসটি উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, হল অব ফেম-এ দুপুর ২:৩০ টায় “শেখ রাসেলের নির্মম হত্যাকান্ড, ন্যায় বিচার, শান্তি ও প্রগতির পথে কালো অধ্যায়” শীর্ষক জাতীয় সেমিনার, একই স্থানে সন্ধ্যা ৬ টায় “কনসার্ট ফর পিস এন্ড জাস্টিস” অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়াও ১৬ অক্টোবর রাত ৯ টায় বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল মিলনায়তনে “Tragic End of Sheikh Russel: A Shame In Human History” শীর্ষক আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে।

 দিবসটি উপলক্ষ্যে দেশের সকল বিভাগ, জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে আলোচনা সভাসহ বিভিন্ন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে। শেখ রাসেল জাতীয় শিশু-কিশোর পরিষদের উদ্যোগে চিত্রাংকন, দাবা, জাতীয় ফুটবল টুর্নামেন্ট, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে।

 সংবাদ সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় আইসিটি প্রতিমন্ত্রী বলেন, শেখ রাসেল ছিলেন অতিথি পরায়ন, বন্ধুবৎসল ও প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর একজন শিশু। শেখ রাসেলের এই অকাল প্রয়াণে সুখ-দুঃখ হয়তো কোনদিন আমাদের শেষ হবে না। শেখ রাসেল দিবসে সারা বাংলাদেশের সাড়ে তিন কোটি শিশু-কিশোর-কিশোরীদের কাছে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ, শেখ রাসেলের নির্মলতা, তার দুরন্ত এবং নির্ভীক শৈশবের গল্প, সেটি আমরা পৌঁছে দিতে চাই। আমাদের এই শিশু-কিশোরদেরকে সেই বিজয়ের গৌরবগাথা ইতিহাস থেকে বারবার বঞ্চিত করার ষড়যন্ত্র করা হয়েছে। ইতিমধ্যে আমরা শেখ রাসেল জাতীয় দিবস ২০২২ এর মূল প্রতিপাদ্য নির্বাচন করেছি ‘শেখ রাসেল নির্মলতার প্রতীক, দুরন্ত প্রাণবন্ত নির্ভীক’। এই শব্দগুলোর মধ্য দিয়ে শেখ রাসেলকে আমরা স্মরণ করতে চাই। বাংলাদেশের প্রতিটি শিশু-কিশোর-কিশোরীদেরকে একটি নির্মল শৈশব-কৈশোর এবং একটি নির্ভীক প্রজন্ম হিসেবে গড়ে তুলতে চাই।

 ডিজিটাল সিকিউরিটি এজেন্সির মহাপরিচালক খায়রুল আমিনের সভাপতিত্বে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাংলা একাডেমি’র সভাপতি ও কথা সাহিত্যিক সেলিনা হোসেন, শেখ রাসেল শিশু-কিশোর পরিষদের সভাপতি কে এম শহীদুল্লাহ ও এটুআই প্রকল্প পরিচালাক দেওয়ান মুহাম্মাদ হুমায়ুন।

পরে প্রতিমন্ত্রী অদম্য রাসেল মোবাইল অ্যাপ ও বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন।

#

শহিদুল/পরীক্ষিৎ/মেহেদী/আসমা/২০২২/১৪৫০ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০৯৭

বিশ্ব সাদাছড়ি নিরাপত্তা দিবস

**সকল ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় স্ক্রলের জন্য**

ঢাকা, ২৭ আশ্বিন (১২ অক্টোবর) :

সরকারি-বেসরকারি টিভি চ্যানেলসহ সকল ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় নিম্নোক্ত বার্তাটি স্ক্রল আকারে প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হলো :

মূলবার্তা **:**

আগামী ১৫ অক্টোবর ‘বিশ্ব সাদাছড়ি নিরাপত্তা দিবস’ উদ্‌যাপন করা হবে। এ বছর বিশ্ব সাদাছড়ি নিরাপত্তা দিবস এর প্রতিপাদ্য -

**“দৃষ্টিজয়ে ব্যবহার করি**

**প্রযুক্তি নির্ভর সাদাছড়ি”**

 - সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

#

সিরাজুল/পরীক্ষিৎ/মেহেদী/মানসুরা/২০২২/১২১০ ঘণ্টা

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০৯৬

**আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ২৭ আশ্বিন (১২ অক্টোবর) :

 রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামীকাল ১৩ অক্টোবর ‘আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ‘আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস ২০২২’ উদযাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ‘Early warning and early action for all’ বর্তমান প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত তাৎপযপূর্ণ ও সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

জলবায়ু পরিবর্তনের পাশাপাশি ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম দুর্যোগপ্রবণ অঞ্চল হিসেবে পরিচিত। দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলায় পূর্ব সতর্কীকরণ ও ঝুঁকিহ্রাসই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় প্রধান ভূমিকা রাখে। এই প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকারের নীতি-পরিকল্পনায় জনগণের জন্য দুর্যোগ পূর্ব পূর্বাভাস ও দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কৌশল অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। স্বাধীনতার পরপরই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উপকূলীয় বনায়নের মাধ্যমে সর্বপ্রথম দুর্যোগের ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রমের সূচনা করেছিলেন। ঘূর্ণিঝড় ও বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র এবং মাটির কিল্লা নির্মাণের কাজও তখন থেকে শুরু হয়। সে সময়ে জনগণকে নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে যাওয়া ও ঘূর্নিঝড়ের আগাম সতর্ক সংকেত প্রচারের জন্য ঘূর্নিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচিকে সরকারের অন্যতম একটি কর্মসূচি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিল, যা দুর্যোগ প্রস্তুতির ক্ষেত্রে আজও কার্যকর অবদান রাখছে।

 বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শী চিন্তায় ১৯৭২ সালে বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র চালু হয়। যে কোন
দুর্যোগ মোকাবিলায় উন্নত টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বঙ্গবন্ধু ১৯৭৫ সালে বেতবুনিয়ায়
ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে টেলিযোগাযোগে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমান সরকার আবহাওয়া পূর্বাভাস প্রদানের জন্য ২০১২ সাল থেকে SAARC Monsoon Initiative Programme চালু করেছে; পাশাপাশি বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপনের মাধ্যমে আবহাওয়া পূর্বাভাস প্রদান ও টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থায় প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে বজ্রপাত হতে প্রাণহানি রোধকল্পে বজ্রপাতপ্রবণ ১৫টি জেলায় বজ্রনিরোধক দন্ড ও বজ্রনিরোধক যন্ত্র স্থাপন এবং টর্নেডোর পূর্বাভাস বিষয়ে কার্যক্রম শুরু হয়েছে। কৃষকরা যাতে খরা মোকাবিলায় আগাম পদক্ষেপ নিতে পারে সেলক্ষ্যে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল খরা পর্যবেক্ষণ ও পূর্ব সতর্কীকরণ পদ্ধতির উন্নতি সাধন করছে।

সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের ফলে বাংলাদেশ এখন দুর্যোগ মোকাবিলায় সক্ষম দেশ হিসেবে বিশ্বে পরিচিতি লাভ করেছে। আমি আশা করি, জাতির অগ্রযাত্রার স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা বাস্তবরূপ দিতে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস, ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত এবং শোষণমুক্ত দেশ গড়তে সংশ্লিষ্ট সকলে নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যাবে।

আমি ‘আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস ২০২২’ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/পরীক্ষিৎ/মেহেদী/মাহমুদা/মানসুরা/২০২২/১০৩০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০৯৫

 **আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ২৭ আশ্বিন (১২ অক্টোবর) :

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ১৩ অক্টোবর ‘আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০২২’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

 “বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ‘আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০২২’পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত । দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য - ‘Early Warning and Early Action for All’ তাৎপ**র্য**পূর্ণ ও সময়োপযোগী বলে আমি মনে করি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কর্মসূচি প্রণয়নের পথিকৃৎ। স্বাধীন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ১৯৭৩ সালে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে আগাম সতর্ক বার্তা উপকূলীয় এলাকার জনগণের মধ্যে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান ‘ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)’ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ঘূর্ণিঝড় থেকে জানমাল রক্ষায় ‘মুজিব কিল্লা’ নির্মাণ করেন। জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে আওয়ামী লীগ সরকার দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। দুর্যোগে জনগণের জানমাল ও পরিবেশ রক্ষায় তৃণমূল **পর্যায়** থেকে সরকারি ও বেসরকারি অংশীজনের করণীয় নির্দিষ্ট করে ১৯৯৭ সালে আমরাই প্রথম ‘দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী (SOD)’ প্রণয়ন করি। পরবর্তীতে ভূমিকম্প, পাহাড়ধস, বজ্রপাত, অগ্নিকান্ড, রাসায়নিক ইত্যাদি দুর্যোগ মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনাসহ করণীয় নির্ধারণ করে এ আদেশাবলি ২০১০ ও ২০১৯ সালে হালনাগাদ করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে ‘ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০’ গ্রহণ করা হয়েছে।

আগাম সতর্ক বার্তার ওপর ভিত্তি করে দুর্যোগ আঘাত হানার পূর্বেই কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা গেলে দুর্যোগের সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি অনেকাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব। এজন্য আমরা ২০০৯ সাল থেকে দুর্যোগ মোকাবিলায় চিরাচরিত ‘দুর্যোগ পরবর্তী সাড়াদান ব্যবস্হাপনা’ থেকে ‘আগাম ব্যবস্হাপনা’ কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে জনগণের জানমালের ক্ষয়ক্ষতি বহুলাংশে কমিয়ে এনেছি। দুর্যোগের আগাম সতর্ক বার্তা ও দৈনন্দিন আবহাওয়া বার্তা জানতে মোবাইলে ১০৯০ (টোলফ্রি) Interactive Voice Response (IVR) পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। বর্তমানে আকস্মিক বন্যা মোকাবিলা ও ক্ষয়ক্ষতি কমাতে রিমোট সেনসিং, জিআইএস, রাডার, স্যাটেলাইট তথ্য-চিত্র বিশ্লেষণের মাধ্যমে বন্যা আসার ৩ থেকে ৫ দিন আগেই বন্যার পূর্বাভাস ও বন্যার স্থায়িত্ব সর্ম্পকে সতর্ক বার্তা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। আধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন উন্নত গাণিতিক মডেল ব্যবহার করে ঘূর্ণিঝড় ও বজ্রপাতের পূর্বাভাস ও সতর্কতা বার্তা প্রদান সম্ভব হচ্ছে।

আমাদের সরকার এ পর্যন্ত উপকূলে প্রায় ৪ হাজার ২০০টি বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র, বন্যা প্রবণ এলাকায় ৪২৩টি বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র এবং সারাদেশে ৫৫০টি মুজিব কিল্লা নির্মাণ করেছে। আমরা ‘মুজিব কিল্লা’কে সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন করে মানব ও প্রাণিসম্পদের জন্য নিরাপদ ও টেকসই আশ্রয়স্থল করেছি। দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্হাপনায় আমাদের সরকারের বিনিয়োগ, দুর্যোগের পূর্বাভাস ব্যবস্হাপনার উন্নয়ন, নতুন আশ্রয় কেন্দ্র স্থাপন, দুর্যোগের পূর্বপ্রস্ততি, আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার এবং উদ্ধার কার্যক্রমে স্বেচ্ছাসেবীদের নিবেদিত প্রচেষ্টাসহ বিভিন্ন কার্যক্রমের ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগে জান-মালের ক্ষয়ক্ষতি এক ডিজিটে নামিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। ফলে দুর্যোগ ব্যবস্হাপনায় বাংলাদেশ এখন রোল মডেল হয়েছে।

 দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে ২০৪১ সালের মধ্যে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্হাপনায় সকলে নিজ নিজ অবস্হান থেকে সচেতন থাকবে বলে আমি আশা করি ।

 আমি ‘আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০২২’ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

সরওয়ার/পরীক্ষিৎ/মেহেদী/মাহমুদা/ইমা/২০২২/১০৩০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪০৯৪

**সর্বোচ্চ ভোট পেয়ে জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত বাংলাদেশ**

নিউইয়র্ক, ১২ অক্টোবর:

 এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের মধ্যে সর্বোচ্চ ১৬০ ভোট পেয়ে জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হয়েছে বাংলাদেশ। গতকাল জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতি সাবা কোরেসি (Csaba Kőrösi.)।

 এ নির্বাচনে ভোট প্রদানের সময় সাধারণ পরিষদ হলে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোঃ শাহরিয়ার আলম। নির্বাচনে জয়লাভের পর তিনি বলেন, ২০০৯ সাল থেকে ৪৭ সদস্যের এই কাউন্সিলে বাংলাদেশ ৫ম বারের মতো নির্বাচিত হলো। এটি জাতিসংঘের মানবাধিকার ব্যবস্থায় বাংলাদেশের অবদানের প্রতি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের গভীর আস্থা এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে কাউন্সিলের দায়িত্ব পালনে আমাদের দক্ষতারই একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ।

এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের জন্য এবারের নির্বাচন ছিল অত্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ, এ মন্তব্য করে তিনি বলেন, এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের ছয়টি দেশ এ অঞ্চলের জন্য নির্ধারিত চারটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করে। জাতিসংঘ বিশেষ করে মানবাধিকার কাউন্সিলে আমাদের গঠনমূলক ও নীতিগত উপস্থিতির ফলে আজ আমরা এত বিপুল সংখ্যক ভোটে জয়লাভ করতে পেরেছি।

 এ সময় জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত মুহাম্মদ আবদুল মুহিত উপস্থিত ছিলেন। বিপুল ভোটে বাংলাদেশকে মানবাধিকার কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত করার জন্য সদস্য দেশগুলোকে ধন্যবাদ জানান তিনি। বিশ্বব্যাপী মানবাধিকারের প্রচার ও সুরক্ষায় জাতিসংঘের নেতৃত্বকে শক্তিশালী করতে সবার সাথে একযোগে কাজ করে যাওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন রাষ্ট্রদূত।

 এশিয়া প্যাসিফিক গ্রুপ থেকে নির্বাচিত অন্যান্য সদস্যরা হলেন মালদ্বীপ (১৫৪ ভোট), ভিয়েতনাম (১৪৫ ভোট) এবং কিরগিজিস্তান (১২৬ ভোট)।

 নির্বাচনের পর সদস্য দেশগুলোর বিপুল সংখ্যক প্রতিনিধি বাংলাদেশকে অভিনন্দন জানান। তাঁরা গণতন্ত্র, মানবাধিকার, শাসন ব্যবস্থা এবং সামাজিক-অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির ভূয়সী প্রশংসা করেন। সদস্য রাষ্ট্রসমূহের প্রতিনিধিগণ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মানবিক নেতৃত্ব এবং বিশ্ব শান্তির জন্য তাঁর সাহসী ও সময়োপযোগী পদক্ষেপেরও প্রশংসা করেন।

#

পরীক্ষিৎ/মেহেদী/মানসুরা/২০২২/১০০০ ঘণ্টা